



## 5208 - অলসতা করে নামায বর্জন করা

### প্রশ্ন

আমি যদি অলসতা করে নামায না পড়ি আমি কি কাফরে হিসেবে গণ্য হব? নাকি গুনাহগার মুসলমান হিসেবে গণ্য হব?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইমাম আহমাদ এর মতানুযায়ী, অলসতা করে নামায বর্জনকারী কাফরে এবং এটাই অগ্রগণ্য মত। কুরআন, হাদিস, সফলে সালহীন এর বাণী ও সঠিক কয়্যাস এর দলিল এটাই প্রমাণ করে।[আল-শারহুল মুমতিল আলা-যাদলি মুসতানকি (২/২৬)]

কটে যদি কুরআন-সুন্নাহর দলিলগুলো গবেষণা করে দেখেনে তাহলে দেখতে পাবেন যে, দলিলগুলো প্রমাণ করছে যে, বনে-নামাযী ইসলাম নষ্টকারী বড় কুফরতি লিপ্ত।

এ বিষয়ে কুরআনের দলিল হচ্ছে- “অতএব তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়মে করে ও যাকাত দিয়ে, তবে তারা তোমাদের দ্বীন ভাই।”[সূরা তওবা, আয়াত: ১১]

দলিলের বিশ্লেষণ হচ্ছে-আল্লাহ তাআলা মুশরকিদরে মাঝে ও আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্তের জন্য তিনটি শর্ত করছেন: শরিক থেকে তাওবা করা, নামায কায়মে করা ও যাকাত আদায় করা। যদি তারা শরিক থেকে তওবা করে কিন্তু নামায কায়মে না করে, যাকাত প্রদান না করে তাহলে তারা আমাদের ভাই নয়। আর যদি তারা নামাযও কায়মে করে কিন্তু যাকাত আদায় না করে তাহলেও তারা আমাদের ভাই নয়। কেননা কটে দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে না গেলে তার দ্বীন ভ্রাতৃত্ব রহিত হবে না। পাপের কারণে কিংবা ছোট কুফরির কারণে দ্বীন ভ্রাতৃত্ব রহিত হয় না।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “অতঃপর তাদের পরে এল কিছু অপদার্থ উত্তরাধিকারী, তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। কাজেই অচিরেই তারা ক্ষতগ্রিস্ততার সম্মুখীন হবে। কিন্তু তারা নয়— যারা তাওবা করছে, ঈমান এনছে ও সৎকাজ করছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।”[সূরা মারয়াম, আয়াত: ৫৯]

দলিলের বিশ্লেষণ হচ্ছে- নামায নষ্টকারী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: “কিন্তু তারা নয়— যারা তাওবা করছে, ঈমান এনছে” এতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নামায নষ্টকারী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারী অবস্থায়



তারা ঈমানদার ছিল না।

বে-নামাযী কাফরে হওয়ার ব্যাপারে সুন্নাহর দলিল:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “মুমনিব্যক্তিএবংশরিক-কুফরেরমাঝাপার্থক্যনির্ধারণকারীহচ্ছে-

নামাযবর্জন।” [সহহি মুসলিমেরে কতিবুল ঈমানে জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন]

বুরাইদা বনি আল-হাছবি (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, আমিরাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে: “আমাদরেওতাদরে (কাফরেদরে) মধ্যপ্রেরতশিরুতহিলনোমায়েরে।সুতরাংযব্যক্তিমাযত্যাগকরল, সকেফরকিরল।”[মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তরিমযি, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ। এখানে কুফর দ্বারা মুসলিম মল্লিত থেকে বহিষ্কারকারী কুফর উদ্দেশ্য। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযকে ঈমানদার ও কাফরেদরে মাঝে পার্থক্য নির্ধারণক বানয়িছেনে। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায় কাফরে সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে গেলে। সুতরাং যবে ব্যক্তিএ প্রতশিরুতিপূরণ করবে না সে কাফরে।

এ বিষয়ে আওফ বনি মালকে (রাঃ) এর হাদিসি রয়েছে যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদরে নতোদরে মধ্যে সর্বতোতম হচ্ছে তোমরা যাদরেকে ভালোবাস এবং তারাও তোমাদরেকে ভালোবাসে, তারা তোমাদরে জন্ম দোয়া করে, তোমরাও তাদরে জন্ম দোয়া করে। আর তোমাদরে সর্বনকিষ্ট নতো হচ্ছে তোমরা যাদরেকে অপছন্দ কর এবং তারাও তোমাদরেকে অপছন্দ করে, তোমরা তাদরে উপর লানত কর এবং তারাও তোমাদরে উপর লানত করে। জিজ্ঞাসে করা হল: ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা কতিাদরে বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করব না। তিনি বললেন: না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায কায়মে করে।”

শাসকবর্গ যদি নামায কায়মে না করে তখন তাদরে নতেত্ব মনে না নেওয়া ও তাদরে বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করার পক্ষে এ হাদিসি দলিল রয়েছে। শাসকবর্গেরে বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করা বধৈ নয় যতক্ষণ না তারা সুস্পষ্ট কুফরতি লপ্ত হয়; যবে কুফরি কুফরি হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। যহেতে উবাদা বনি সামতে (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়েছে যবে, “রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে দাওয়াত দলিনে। আমরা তাঁর হাতে বাইআত করলাম। তিনি যবে যবে বিষয়ে আমাদরে কাছ থেকে বাইআত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করলনে এর মধ্যে ছিল, সুসময় ও দুঃসময়, আনন্দ ও বিষাদে এবং নজিদেরে উপর অন্যদেরে অগ্রাধিকার প্রদান করলেও শাসকরে আদশে শ্রবণ ও আনুগত্য করব। তিনি আরও অঙ্গীকার নলিনে যবে, (রাষ্ট্র পরচালনার ক্ষত্রে) আমরা যনে যোগ্য ব্যক্তির সাথে (গদিনিয়ি) বিবাদে লপ্ত না হই। তিনি বললেন: তবে তখন লপ্ত হতে পার যদি দেখতে পাও যবে, শাসক সুস্পষ্ট কুফরতি লপ্ত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তোমাদরে কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল থাকে”[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলিম] এ হাদিসিরে ভিত্তিতে



জানা গলে যে, নামায বর্জন করা সুস্পষ্ট কুফর; যে ব্যাপারে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল রয়েছে; যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাসকদের সাথে মতভেদে করা ও তাদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করাকে নামায বর্জন করার সাথে সম্পৃক্ত করছেন।

যদি কেউ বলে যে, এই দলিলগুলোকে এই অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় কনি যা, এখান থেকে নামায বর্জন করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- নামাযের ফরযিতকে বা আবশ্যিকতাকে অস্বীকার করে নামায বর্জন করা।

উত্তরে আমরা বলব: না; এমন ব্যাখ্যা করা জায়যে নয় দুইটি সমস্যার কারণে:

প্রথম সমস্যা: এতে করে শরিয়তপ্রণতো যে কারণটির সাথে বধিনকে সম্পৃক্ত করছেন সে কারণটিকে বাতিল করে দিতে হয়। কেননা শরিয়তপ্রণতো কুফরের হুকুমকে সম্পৃক্ত করছেন নামায বর্জনের সাথে; নামাযকে অস্বীকার করার সাথে নয়। অনুরূপভাবে দ্বীনী ভ্রাতৃত্বকে সম্পৃক্ত করছেন নামায কায়মের সাথে; নামাযের ফরযিতকে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে নয়। আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেননি যে, যদি তারা তওবা করে এবং নামাযের ফরযিতের স্বীকৃতি দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেননি যে, “মুমনিব্যক্তিএবংশরিক-কুফরেরমাঝেপার্থক্যনির্ধারণকারীহচ্ছে- নামাযের ফরযিতকে অস্বীকৃতি।” কথিবা তিনি এ কথাও বলেননি যে, “আমাদেরওতাদের (কাফরেরদের) মধ্যপ্রেরিতশিরুতহিলোনামাযের ফরযিতের স্বীকৃতি।সুতরাংব্যক্তি নামাযের ফরযিতকে অস্বীকার করল,সেকুফরকিরল।” যদি এর দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্য হত নামাযের ফরযিতের অস্বীকৃতি; তাহলে এভাবে উল্লেখ না করে অন্যভাবে উল্লেখ করায় সটো স্পষ্ট বিবৃতি হত না; যে স্পষ্ট বিবৃতি নিয়ে কুরআন আগমন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযলি করছি প্রতিযকে বমিয়রে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ।” [সূরা নাহল, আয়াত: ৮৯] আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন: আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাযলি করছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযলি করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন।” [সূরা নাহল, আয়াত: ৪৪]

দ্বিতীয় সমস্যা: এমন একটি কারণকে বধিনের সাথে সম্পৃক্ত করা শরিয়তপ্রণতো যটোকে বধিনের সাথে সম্পৃক্ত করেননি। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরযিতকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি যদি অজ্ঞতার কারণে যাদের ওজর গ্রহণযোগ্য এমন শ্রণীর লোক না হয় তাহলে অস্বীকারের কারণই তার কুফরী সাব্যস্ত হবে; চাই সে নামায আদায় করুক কথিবা নামায বর্জন করুক। যদি ধরে নহি, এক ব্যক্তি নামাযের যাবতীয় শরত, রুকন, ওয়াজবি ও মুস্তাহাব পরপূরণ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছে; কিন্তু সে কোন প্রকার ওজরগ্রস্ত না হয়েও নামাযের ফরযিতকে অস্বীকার করে— সে ব্যক্তি কাফরে; অথচ সে নামায বর্জন করেনি। এতে করে জানা গলে যে, এ দলিলগুলোকে নামাযের ফরযিতকে অস্বীকার করার অর্থে গ্রহণ করা— সঠিক নয়। সঠিক অভিমত হচ্ছে- নামায বর্জনকারী কাফরে; এমন কাফরে যে কুফরী ব্যক্তিকে মুসলিম মলিলাত থেকে বহিস্কার করে দেয়। ইবনে আবু হাতমি কর্তৃক সংকলিত ‘সুনান’ গ্রন্থে উবাদা বনি সামতে এর হাদিসে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ওসয়িত করে গছেন



আমরা যনে আল্লাহর সাথে কোনে কছিকে অংশীদার সাব্যস্ত না করি, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জন না করি, কোনে য়ে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জন করবে সে ব্যক্তি (মুসলমি) মল্লিাত থেকে বরেয়ি়ে যাবে।”

এ ছাড়া আমরা যদি এ দললিগুলকে নামাযের ফরযয়িতকে অস্বীকার করার অর্থেরে গ্রহণ করিতাহলে এ দললিগুলের মধ্যে বিশেষভাবে নামাযকে উল্লেখ করার তে কোনে অর্থ থাকল না। কারণ এই হুকুম তে যাকাত, সয়াম, হজ্জ এগুলেরে ক্ষতেরেও আম। কেউ যদি ফরযয়িতকে অস্বীকার করে এ আমলগুলেরে কোনে একটিকে বর্জন করে; সে যদি অজ্ঞতার কারণে যাদেরে ওজর গ্রহণযোগ্য এমন শ্রণৌভুক্ত না হয় তাহলে সে কাফরে হয়ে যাবে।

নামায বর্জনকারীর কাফরে হওয়া যৌক্তিকি দললিরেও দাবী; যমেনটি শ্রুত দললিরে দাবী। কভিবে কোনে ব্যক্তির ঈমান থাকবে যদি সে দ্বীনরে মূল ভিত্তি নামাযকেই বর্জন করে। অথচ নামাযেরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকারী এমন কছি দললি এসছে, যগুলেরে দাবী হছে- প্রত্যকে আকলসম্পন্ন ঈমানদার নামায আদায় করবে, এক্ষতেরে কোনে গড়মিসিকরবে না এবং নামায বর্জনরে ব্যাপারে এমন কছি দললি এসছে যগুলেরে দাবী হছে- প্রত্যকে আকলসম্পন্ন ঈমানদার নামায বর্জন করা থেকে বরিত থাকবে। সুতরাং দললিরে এমন দাবী প্রতর্ষিঠতি থাকা সত্ববেও নামায বর্জন করলে সে বর্জনরে সাথে আর ঈমান থাকে না।

যদি কেউ বলে: নামায বর্জনকারীর কুফরি দ্বারা নয়ামতকে কুফর করা তথা নয়ামতকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্যে নয়ো যায় না? কথিবা বড় কুফরকে উদ্দেশ্যে না নিয়ে ছোট কুফরকে উদ্দেশ্যে নয়ো যায় না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ঐ বাণী মত: “মানুষরে মাঝে দুইটি কুফরি রয়েছে। একটি হছে- বংশরে উপর অপবাদ দেয় ও মৃতব্যক্তির জন্ম বলিাপ করা” এবং ঐ বাণীর মত: “মুসলমানকে গালি দেয়ো পাপরে কাজ; আর মুসলমানরে সাথে লড়াই করা কুফরি” এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদসি?

আমরা বলব, এমন ব্যাখ্যা করা নমিনোকৃত কারণে সঠিকি নয়:

১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফর ও ঈমানরে মাঝে এবং ঈমানদার ও কাফরেদরে মাঝে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। য়ে সীমারেখার কারণে নির্ধারণতি বিষয়রে একটি অপরটি থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তাই নির্ধারণতি বিষয়রে একটি অপরটির মধ্যে প্রবশে করতে পারে না।

২। নামায হছে ইসলামরে অন্যতম একটি রোকন। তাই নামায বর্জনকারীকে কাফরে বলার দাবী হছে এ কুফর ইসলাম নষ্টকারী কুফর। কোনে নামায বর্জনকারী ইসলামরে একটি রোকনকে ধ্বংস করেছে। পক্ষান্তরে, কোনে ব্যক্তির কুফরি কাজকে কুফরি বলা— এ রকম নয়।

৩। এছাড়া আরও কছি দললি রয়েছে য়ে দললিগুলো প্রমাণ করে য়ে, নামায বর্জনকারী কাফরে, মুসলমি মল্লিাত থেকে

বহিষ্কৃত। যাতনে করে, দলিলগুলি একটা অপরাটর সাথে খাপ খায়, সাংঘর্ষিক না হয়।

৪। নামায বর্জনকারীর ক্ষেত্রে যখন কুফর বলা হয়েছে তখন **كفر** শব্দে শুরুতে **ال** যুক্ত করে **الكفر** বলা হয়েছে। **ال** যুক্ত করে **الكفر** বলাতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এখানে কুফর দ্বারা এর হাকীকী বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে, **نكرة** এর শব্দ হিসেবে এর **كُفْرُ** শব্দে ব্যবহার কথিবা **فعل** হিসেবে **كَفَرَ** শব্দে ব্যবহার প্রমাণ করে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কুফর কথিবা সংশ্লিষ্ট কাজটির মাধ্যমে সবে ব্যক্তি কুফর করছে। কিন্তু, এ কুফর মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কারকারী কুফর নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর রচিত 'ইকতাদিউস সরিতলি মুস্তাকীম' গ্রন্থে (৭০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: **اثنتان في الناس هما بهما كفر** (অর্থ- মানুষের মধ্যে দুইটি অভ্যাস রয়েছে; যে দুইটি কুফর) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: তাঁর বাণী: **هما بهما كفر** এর অর্থ এ দুইটি খাসলত বা অভ্যাস মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কুফর। যহেতু এ অভ্যাস দুইটি কুফর যামানার কর্ম; তাই এ অভ্যাসদ্বয় কুফরকর্ম। এ দুইটি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তবে, কারো মধ্যে কুফর কখনো একটি শাখা বিদ্যমান থাকলে এর অর্থ এ নয় যে, সবে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফরে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে প্রকৃত কুফর পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কারো মধ্যে যদি ঈমানের কখনো একটি শাখা পাওয়া যায় এর দ্বারা সবে ব্যক্তি ঈমানদার হয়ে যাবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমানের মৌলিক বিশ্বাস ও হাকীকত পাওয়া যায়। **الكُفْرُ** শব্দটি **ال** দিয়ে ব্যবহৃত হওয়া যমেন হাদিসে এসেছে- " **ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا** " এবং **نكرة** হিসেবে হ্যাঁ-বোধক বাক্যে ব্যবহৃত হওয়া এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

এর মাধ্যমে পরিস্কার হলো যে, এই দলিলগুলোর দাবী হচ্ছে- কোন ওজর ছাড়া নামায বর্জনকারী ইসলাম ত্যাগকারী কাফরে। সুতরাং ইমাম আহমাদের অভিমতই সঠিক এবং ইমাম শাফয়ের দুই অভিমতের একটি অভিমতও এটা। ইবনে কাছরি (রহঃ) তাঁর তাফসরি গ্রন্থে আল্লাহর বাণী: **فَخَلَفْنَا بَعْدَهُمْ خَلْفًا ضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ** (অর্থ-তাদের পরে এল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল) [সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৫৯] এর তাফসরি করার সময় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর 'আস-সালাত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, এটি শাফয়ে মায়হাবের দুইটি অভিমতের একটি। ইমাম তাহাবি ইমাম শাফয়ে থেকে এ অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন।

জমহুর বা অধিকাংশ সাহাবীর অভিমতও এটাই। বরং কড়ে কড়ে এ মতের উপর সাহাবায়ে করোমের ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ বনি শাককি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল বর্জন করাকে কুফর হিসেবে দেখতেন না।" [সুনানে তরিমযি, মুসতাদরকে হাকমে এবং হাকমে বলছেন, এ বাণীটি সহীহাইনরে শরতে উত্তীর্ণ] প্রসিদ্ধ ইমাম ইসহাক বনি রাহুইয়া বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নামায বর্জনকারী কাফরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানার থেকে আমাদের সময়কাল পর্যন্ত এটাই হচ্ছে আলমেদের অভিমত যে, কোন ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জনকারী; নামাযের ওয়াক্ত পার হয়ে



গলে— কাফরে। ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন যে, এ মতটি উমর (রাঃ), আব্দুর রহমান বনি আওফ (রাঃ), মুয়ায বনি জাবাল (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেন: আমরা এ সাহাবীদের সাথে মতবিরোধকারী কোন সাহাবীর কথা জানি না। মুনযরি তাঁর তারগীব ও তারহীব নামক গ্রন্থে এ উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। সখোনে তিনি আরও কিছু সাহাবীর নাম বৃদ্ধি করেন। তাঁরা হচ্ছে— আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ বনি আব্বাস (রাঃ), জাবরে বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ), আবুদ দারদা (রাঃ)। তিনি আরও বলেন: সাহাবী ছাড়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইসহাক বনি রাহুইয়া (রহঃ), আব্দুল্লাহ বনি মুবারক (রহঃ), নাখায়ি (রহঃ), আল-হাকাম বনি উতাইবা (রহঃ), আইয়ুব আল-সখিতয়ানি (রহঃ), আবু দাউদ আত-তয়ালসি (রহঃ), আবু বকর ইবনে আবু শাইবা (রহঃ) ও যুহাইর বনি হারব (রহঃ) প্রমুখ। [উদ্ধৃত সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।